দৈনিক খবর

078

তারিখ 25 JUL 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম

দৈনিক
খবর

ঢাকা, মঙ্গলবার, ১০ই শ্রাবণ, ১৩৯৬ বাংলা

শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ

প্রেসিডেন্ট এরশাদ জাতির বৃহত্তর স্বার্থে শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর আবারও গুরুত্বারোপ করেছেন। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের জাতীয় নির্বাহী কমিটির চতুর্থ বৈঠকের সমাপনী ভাষণে তিনি দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণের স্বার্থে শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগের আহবান জানান। প্রেসিডেন্ট বলেন, এই লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষকদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। পরীক্ষায় নকল সমস্যাসহ দেশের শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান পরিস্থিতির বিষয় উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন, যে কোন মূল্যে পরীক্ষায় নকল করা বন্ধ করতে হবে। আর এ ব্যাপারে প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করতে হবে শিক্ষকদের। শিক্ষাকে জাতির মেরুদন্ড হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, একটি সুশিক্ষিত প্রজন্ম গড়ে তোলার ওপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল, কাজেই আমদের লক্ষ্য হতে হবে বিশৃংখলা ও সহিংসতা থেকে শিক্ষাঙ্গনকে মুক্ত রাখা।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমাদের শিক্ষক সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন। শিক্ষাঙ্গনকে বিশৃংখলা ও সহিংসতা থেকে মুক্ত রেখে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য শিক্ষকসহ সকলকেই আজ উদ্যোগী হতে হবে। তবে এ ব্যাপারে শিক্ষকদেরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে, কারণ তাঁরাই ছাত্রদের সবচেয়ে কাছের মানুষ এবং সকল বিষয়ে পথপ্রদর্শক। শিক্ষকরা ছাত্রদের মনের ওপর যেরূপ সহজে প্রভাব ফেলতে পারেন, অন্য কারো পক্ষেই তা সম্ভব নয়। পরীক্ষায় ভালো ফল পেতে হলে নকলের ওপর নির্ভর না করে পড়া-লেখায় মনোনিবেশ করাই যে সর্বোত্তম- এ কথা শিক্ষকরা যত সহজে ছাত্রদের বুঝাতে সক্ষম, অন্য কেউ তা পারেন না। তাই শিক্ষকদের উচিত ছাত্রদের সাথে আরো ঘনিষ্ঠ হওয়া এবং তাদের ভালো-মন্দ সম্পর্কে বিস্তারিত সবক প্রদান করা। শিক্ষকরা যদি ছাত্রদের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে পারেন তাহলে তাঁদের উপদেশ ছাত্ররা ফেলতে পারবে না। এ জন্য ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক আরো হৃদ্যতাপূর্ণ হওয়া দরকার।

শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্তমানে আর কিছু নেই। প্রেসিডেন্ট এরশাদ জাতির ভবিষ্যৎ একটি সুশিক্ষিত প্রজন্ম গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সুশিক্ষিত ও সুশৃংখল বংশধররাই শুধু জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করতে সক্ষম। আর এ জন্যেই শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা এতো গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, দেশের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু পরিবেশ আর নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশৃংখলা ও সহিংসতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার জন্য ভালো ছাত্রদের পক্ষে মনোযোগ দিয়ে পড়ালেখা করা আর সম্ভব হয়ে উঠছে না। মুষ্টিমেয় উচ্ছৃংখল ছাত্র শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু পবিবেশ বিনষ্ট করে সাধারণ ছাত্রদের পড়ালেখার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। এইসব উচ্ছৃংখল ছাত্রের অশুভ তৎপরতার জন্যই পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা বাড়ছে। তাই এদের অপতৎপরতা বন্ধের জন্যে ছাত্র-শিক্ষক- অভিভাবকসহ গোটা সমাজকে সক্রিয় হতে হবে। একই সাথে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। বলা দরকার যে, সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে লেখাপড়ার পরিবেশ অনেক আগেই শিকেয় উঠেছে। ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের জীবনের নিরাপত্তার ওপরেও হুমকি দেখা দিয়েছে। একশ্রেণীর 'মাসলম্যান' দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জিম্মি করে রাখায় ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার পথ বন্ধ হবার উপক্রম করেছে। ছাত্রাবাসগুলো বইপত্র ও খাতা-কলমের পরিবর্তে বোমা, পিস্তল, পাইপগান, রামদা, চাপাতি প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের গুদামে পরিণত হয়েছে। কোন ছাত্র সংগঠন কত বেশী 'মাসলম্যান' পুষতে পারবে, যেন তারই প্রতিযোগিতা চলছে। রাজনীতির নামে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে অস্ত্রধারীদের আখড়ায় পরিণত করতে দিয়ে জাতির ভবিষ্যতকেই ধ্বংস করা হচ্ছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনকে মাসলম্যানদের লীলা ক্ষেত্রে পরিণত করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি। সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করার কুফল কি হতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বর্তমান পরিবেশই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এই নরকসদৃশ পরিবেশ থেকে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মুক্ত করার জন্য দল-মত নির্বিশেষে সকল সৎ নাগরিককে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ আবার ফিরে আসবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা